রণজিৎ দাস (১৯৪৯-)

মৃত্যুর পায়ের শব্দ

মৃত্যুর পায়ের শব্দ রাত্রিবেলা শুনেছি উঠোনে।
চাঁদ-ডোবা-অন্ধকারে তিনি-এসেছেন—
বাবার বন্ধুর মতো, দীর্ঘকায়, প্রবীণ বৈষ্ণব
উঁকি দিয়ে দেখছেন বিছানায় অসুস্থ বাবাকে।
বাবা অচৈতন্য, কিন্তু বন্ধুর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছেন,
বন্ধুকে ডাকার জন্য ঠোঁট ফাঁক করতেই আমি তাঁর
মুখে দিচ্ছি জল
এত রাতে আমি একা বাবাকে পাহারা দিচ্ছি
ভাইয়েরা ঘুমিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে
উঠোনের চারদিক নারকেল-সুপুরিগাছে ঘেরা
বাবার নিজের হাতে পোঁতা সেই গাছগুলি ফিকে জ্যোৎস্নায়
লম্বা, দুঃখী ছায়া ফেলে মৃত্যুর পথ আগলেছে।
মৃত্যুর পায়ের কাছে ধূপ করে নেমে আসছে
বাদুড়ের অর্ধভুক্ত ফল—
নশ্বর প্রাণের চেষ্টা, যদি কোনোক্রমে জোটে আরো একটি-দুটি
নশ্বর মুহূর্ত—অবিনশ্বর মুহূর্ত কেবল।
ভিতরে বাবার মুখ এখনো গম্ভীর, ক্রোধী, আত্মপ্রশ্নময়
ক্ষীণ শ্বাস, খোলা ঠোঁট, মায়াক্লান্ত বুকের হাপর।
বাবার নিস্তব্ধ মুখে ফুটে আছে বাবার জীবন—
দেশভাগে নিঃস্ব এক উদ্বাস্তুর ভূমণ্ডল, যাত্রা, অভ্যুদয়।
উদয়াস্ত কী আনন্দ পেতেন জীবনযুদ্ধে, ক্রীড়ামগ্ন বালকের মতো
দূরন্ত, অপারেজয়, সৎ, সমীচীন।
নীরবে শায়িত ওই বিশাল যোদ্ধার টুপি পালকে রঙিন।
উঠোনের অন্ধকারে তাঁর বন্ধু প্রতীক্ষা-নিশ্চল—
দীর্ঘকায়, কীর্তনীয়া, গলায় ঝোলানো খোল, দুই চোখে জল।

রূপসী বাংলা

বিপন্ন বিস্ময় থেকে ফিরে আসি বিশুদ্ধ বিস্ময়ে
লাশকাটা ঘর থেকে ফিরে আসি ডাকঘরে—হাসিখুশি অমলের কাছে—
পায়ে হেঁটে, ধুলো মেখে; উঠোনে দাঁড়িয়ে বলি,
'পা ধোয়ার জল দাও, মা!'
কুসুম কুমারী দেবী রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন,
আমাকে আসন দিয়ে, মুড়ি ও বাতাসা খেতে দিয়ে,
বলেন, 'জীবনানন্দ কোথায় গিয়েছে, তুমি জানো?'
আমি তাঁকে নীরবে দেখাই,
লাজুক জীবনানন্দ, দূরে, বহু দূরে,
বাংলার পথে-ঘাটে রবি ঠাকুরের সঙ্গে হেঁটে চলেছেন

ঠাকুরদার জন্য পোস্টকার্ড

একটি সমুদ্রঝড় কলকাতা শহরে ঢুকে সহসা আমার
নাম ধরে বজ্রকণ্ঠে ডাকে।
এমনকি, সেই ঝড় শ্লেটবর্ণ মেঘে, তীব্র বিদ্যুৎরেখায়
আমার ফেরারিনাম লিখে নৈশবিজ্ঞপ্তি জ্বালায়।

দেশ-থেকে-ছুটে-আসা ক্রুদ্ধ ঠাকুরদার মতো সেই ঘুর্ণিঝড়
কেবলই আমার খোঁজে ধাক্কা মারে শহরের প্রতিটি দরজায়।
ঝড়ের তাণ্ডবে ভীত স্ত্রী ও পুত্রকে আমি বলি,
'ঠাকুরদা এসেছেন। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।
তোমরা খুব সাবধানে থেকো।'
রাস্তায় বেরুনোমাত্র সেই ঝড় সপাটে আমার
দু'গালে থাপ্পড় মারে, শোঁ শোঁ শব্দে গালাগাল করে।
একটি বছর ধরে আমার সমস্ত ভুল, ভয় ও নীচতা
ক্ষমার অযোগ্য বলে ধিক্কার জানায়।
ফি-শ্রাবণে একবার এই ক্রুদ্ধ ঝড়ের প্রহারে
আমার শরীর থেকে মরা ডাল, ঢামচিকে, সাপের খোলস
ঝরে পড়ে যায়।